দৈনিক জনকণ্ঠ

238

তারিখ ... APR 21 2000 ...
পৃষ্ঠা 2 কলাম 2 ...

মতিঝিল মডেল কলেজের ১৩২ ছাত্রীর অনশন ভাঙ্গালেন খালেদা জিয়া

স্টাফ রিপোর্টার ॥ মতিঝিল মডেল হাইস্কুল এ্যান্ড কলেজের উচ্চ মাধ্যমিক মানবিক বিভাগের ১৩২ ছাত্রী অনশন ভঙ্গ করেছে। বৃহস্পতিবার, রাত সাড়ে ৮টায়

(২- পৃষ্ঠা ৬-এর কঃ দেখুন)

(প্রথম পাতার পর) **মতিঝিল মডেল**

বিএনপি চেয়ারপার্সন খালেদা জিয়া সরবত পান করিয়ে তাদের অনশন ভঙ্গ করান। এসব শিক্ষার্থী আসন্ন এইচএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের দাবিতে বৃহস্পতিবার সকালে মুক্তাঙ্গনে আমরণ অনশন শুরু করে। ছাত্রীদের সাথে তাদের অভিভাবকরাও অনশনে অংশ নেন। সকাল সাড়ে ১০টায় এ কর্মসূচী শুরু হয়। দিনভর বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ অনশনস্থলে এসে ছাত্রীদের দাবির সাথে সংহতি প্রকাশ করেন। আন্দোলনরত ছাত্রী ও অভিভাবকরা এ সময় দৃঢ়তার সাথে বলেন, পরীক্ষা দেয়ার নিশ্চয়তা না পাওয়া পর্যন্ত আমরা ঘরে ফিরে যাব না। এদের সকলেই প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন। দিনভর অনশনস্থলে সংহতি প্রকাশ করতে আসেন বিএনপি মহাসচিব আব্দুল মান্নান ভূঁইয়া, সাদেক হোসেন খোকা, মির্জা আব্বাস, আমান উল্লাহ আমান, সৈয়দ হাসান ইমাম, সিগমা হুদা, লায়লা হাসান, গোলাম কুদ্দুস, মেছবাহউদ্দিন সাবু, রাশেদ খান মেনন, মঞ্জুরুল আহসান খান, অধ্যাপক দেলোয়ার হোসেন, আব্দুস সালাম, গিয়াস কামাল চৌধুরী, অধ্যাপিকা মাহফুজা খানম, অধ্যাপিকা হেনা দাস, মনজুর এ খোদা টরিক, মমতাজ জাহান, সামছুল হুদা প্রমুখ। উল্লিখিত নেতৃবৃন্দ ছাত্রীদের দাবি মেনে নেয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রীর প্রতি আহ্বান জানান।

বৃহস্পতিবার অনশনস্থলে গিয়ে দেখা যায়, রোদ থেকে বাঁচার জন্য ছাত্রীরা মুক্তাঙ্গনের মঞ্চে অবস্থান নিয়েছে। এদের অধিকাংশই ছিল কলেজ ড্রেস পরিহিত। ছাত্রীদের সাথে এসেছে তাদের মা, বাবা, ভাইবোন। এঁরা বসেছিলেন মঞ্চের চারদিকের দেয়ালের ওপর। মঞ্চে বসে রোদ থেকে রেহাই পেলেও প্রচণ্ড গরমে সবাই ঘামছিল। সবার মনই ছিল বিষণ্ন।

এদিকে শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বৃহস্পতিবার দেশে ফিরেই শিক্ষামন্ত্রী এবং শিক্ষা সচিবের সাথে কথা বলে ১৩২ ছাত্রীর বিষয়টি সম্পর্কে সম্যক অবহিত হন। তিনি পরীক্ষা পদ্ধতি লঙ্ঘন না করে যা কিছু সম্ভব করার জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে নির্দেশ দেন।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক তথ্য বিবরণীতে বলা হয়েছে, গত ৯ এপ্রিল শিক্ষামন্ত্রীর সাথে অভিভাবকদের আলোচনা অনুযায়ী মানবিক দিক বিবেচনা করে আগামী বছরই (২০০১) ১৩২ শিক্ষার্থীরা পরীক্ষা নেয়া হবে। শিক্ষার্থীদের ফরম ফিলাপের সময় দেয়া টাকা ফেরত দেয়া হবে এবং কলেজ কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া হবে।